ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রিয়াঙ্কা-লারার কথা আজও ভোলোননি ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

'ঘরে ফিরলাম', হার্দিকের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মুম্বাইয়ের সমর্থকরা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬৯ ● কলকাতা ● ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১১ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী
ঘোষণা করলেন মমতা! একাধিক নতুন মুখ

অভিজিৎ সাহা : নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোট তারিখ ঘোষণার প্রাক্কালে ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে রাজ্যের ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা চলছিল। কিন্তু সেই জল্পনা এ রবিবার বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকেই লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলো রাজ্যের ৪২ টি আসনে কোন কেন্দ্র থেকে কে কে লড়বেন। ব্রিগেডের জনগর্জন সভার মূল মঞ্চের পাশে আরো দুটি মন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। মূলমঞ্চের সঙ্গে ৩২০ ফুট লম্বা, ডান দিক এবং বামদিকে আরো দুটি ছোট রাস্তা তৈরি হয়েছে । সভায় বক্তব্য রাখার সময় ইচ্ছে হলে হাঁটতে হাঁটতে ভিড়ের মধ্যে চলে যেতে পারবেন নেতা-নেত্রীরা সেই ভাবনা চিন্তা করেই এই রাস্তা। মূল মঞ্চের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি এলইডি স্ক্রিন রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের সফরে আসার পরের দিনই বিজেপি রাজ্যের প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। এই প্রার্থী ঘোষণার পরেই তৃণমূল সুপ্রিমো ব্রিগেডের সভা থেকে প্রার্থী ঘোষণা করে চমক দিলেন। এক নজরে দেখে নিন কোন কেন্দ্র থেকে কে কে প্রার্থী হচ্ছেন।কোচবিহার আসনে লড়বেন জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া আলিপুরদুয়ারে আসনে লড়বেন প্রকাশ চিক বরাইক
জলপাইগুড়ি আসনে লড়বেন নির্মলচন্দ্র রায়
দার্জিলিং আসনে লড়বেন গোপাল লামা
রায়গঞ্জ আসনে লড়বেন কৃষ্ণ কল্যাণী

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহানকে সিবিআই হেফাজতে
রাখার নির্দেশ বসিরহাট আদালতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবারই শেষ হচ্ছে পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ। রবিবার ফের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে। রবিবার সকালেই কড়া পুলিশি প্রহরায় সন্দেশখালির বাঘকে নিয়ে বসিরহাট আদালতে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তর নিয়ে টানাপড়েন চলে বিস্তর। শেষ পর্যন্ত গত বুধবার রাতে ভবানীভবনে সিআইডির হেফাজত থেকে সিবিআই তাকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যায়।

গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের খোঁজে সন্দেশখালিতে গিয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে মার খান ইডি আধিকারিকরা। ওই ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। সূত্রের দাবি, ভিডিও ফুটেজ দেখে সেদিনের হামলার ঘটনায় আটজনকে চিহ্নিত করেছেন শাহজাহান। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে অকুস্থল থেকেও বেশ কিছু 'লিড' পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। তবে শাহজাহানের মোবাইল এখনও মিসিং। সেই

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ ৭ সাংসদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক। বাদ গেলেন সাত সাংসদ। নুসরত জাহান, মিমির মতো তারকা সাংসদ পেলেন না টিকিট। এই প্রথমবার তৃণমূলের হয়ে ভোটে লড়ছেন না অধিকারী পরিবারের কেউ। যদিও তা প্রত্যাশিতই ছিল। আবার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলেও অর্জুন সিংয়ের উপর আস্থা রাখতে পারল না ঘাসফুল শিবির।আমজনতাদের নজরে থাকা বালুরঘাট থেকে অর্পিতা ঘোষ, মালদহ উত্তরের মৌসম নূর, মালদহ দক্ষিণের মোয়াজ্জেম হোসেন, আরামবাগের অপরূপা পোদ্দার, বর্ধমান পূর্বের সুনীল মণ্ডলরা আর টিকিট পাননি। বহরমপুরে বাদ গিয়েছেন অপূর্ব সরকার, রানাঘাটের রূপালি বিশ্বাস, ঝাড়গ্রামের বীরবাহা সোরেন, পুরুলিয়ার মৃগাঙ্ক মাহাতো, বিষ্ণুপুরের শ্যামল সাঁতরা, দুর্গাপুর-বর্ধমান লোকসভা মমতাজ সংঘমিত্রাও পেলেন না টিকিট। মনে করা হচ্ছে, বার্ধক্যজনিত কারণে এবার আর সিএম জাটুয়া, হুগলির রত্না দে নাগকেও টিকিট দেওয়া হয়নি।সব মিলিয়ে ৪২ আসনে ২৬ জনই নতুন মুখ। তার মধ্যে ১০ জন একেবারেই আনকোরা, ১১ জন বিধায়ক। এবং বাকি ৫ জন বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফিরে পেলেন লোকসভা ভোটের টিকিট।একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলবদল করেন শুভেন্দু অধিকারী। অমিত শাহর সামনে যোগ দেন বিজেপিতে। বর্তমানে নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তিনি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বলা চলে শুভেন্দুর দলবদলের পর থেকেই অধিকারী

এরপর ৩ পাতায়

টাকাই তো দেওনি তো খাবেটা কোথা থেকে?
ব্রিগেডে আক্ষেপ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে হাতিয়ার করে লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে নামতে চলেছে তৃণমূল। আর সেই প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনার দিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার হিসাব নিকাশ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও বললেন, ৪৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ২৯ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র আর ২০ হাজার কোটি দিয়েছে রাজ্য।আবাস যোজনা নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ শানান মমতা। বলেন, 'বলছে, আবাস যোজনায় আপনাদের আপনা ৪৩ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। কিন্তু ওরা আপনাকে ঘর দেয়নি। ওদিকে টাকা খেয়ে নিয়েছে। আমি বলি, মোদীবাবু কথা বলছেন কয়েকজন অফিসারের কথায় ঠিক আছে। কিন্তু তথ্যটা যাচাই করে নিন ভালো করে। আমরা ২ বছর আগে বাংলায় যে ৪৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছিলাম। তাতে আপনারা দিয়েছিলেন ২৯ হাজার কোটি টাকা। আমরা দিয়েছিলাম ২০ হাজার কোটি টাকা। জায়গাও

এরপর ৩ পাতায়

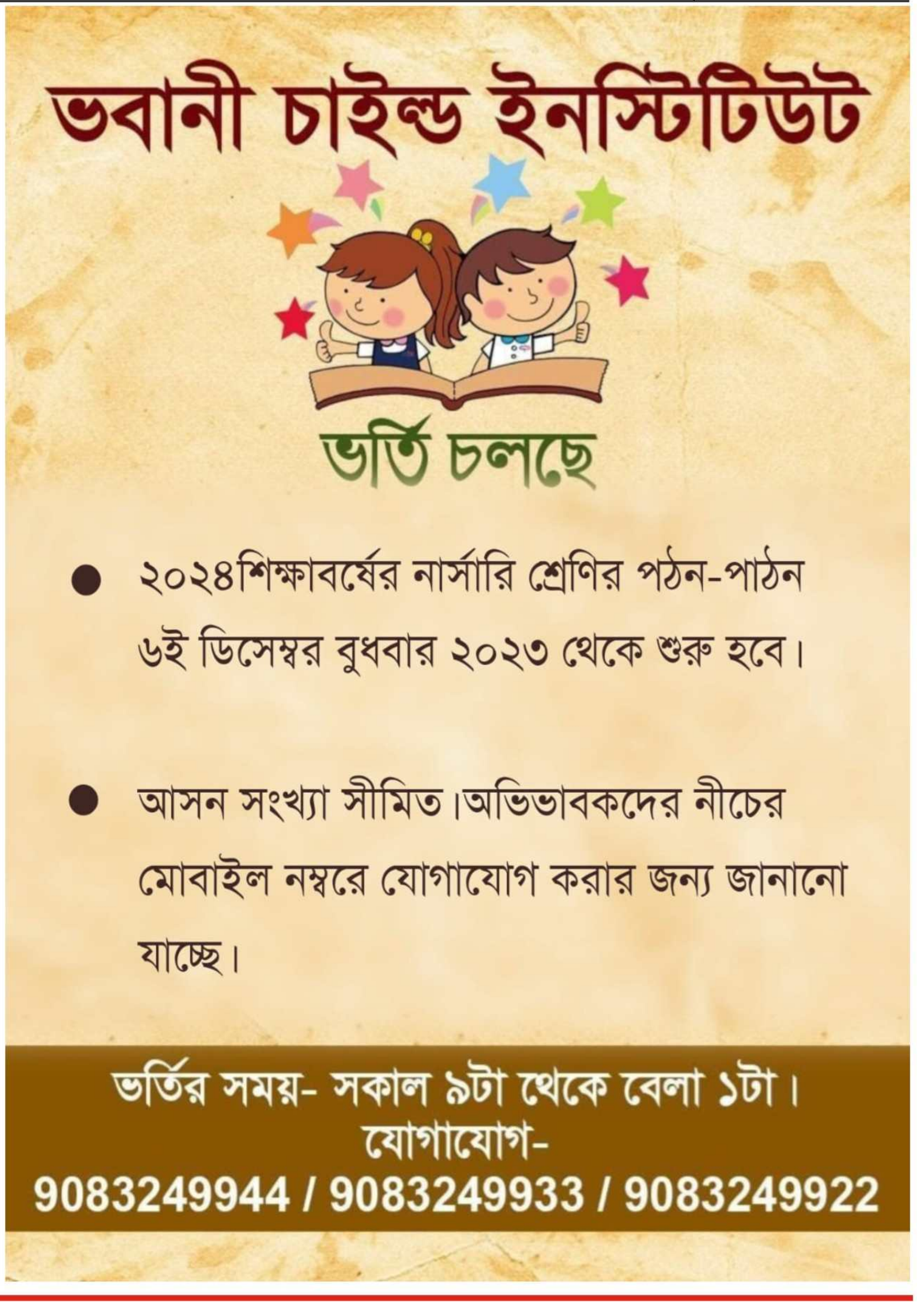

ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস, মির্চির (Mirchi)-এর সাথে একযোগে,

কলকাতাকে সাক্ষী করাল এক অনন্য সাধারণ মিউজিক্যাল উন্মাদনার

কলকাতা, ৯ই মার্চ, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস সংস্থা, মির্চি ফ্যানফেস্টের সাথে পার্টনারশিপে, কলকাতার বুকে অসামান্য মিউজিক প্রতিভায় উজ্জ্বল এক সঙ্গীতমুখর রাত্রির আয়োজন করেছিল। ৯ ই মার্চ ২০২৪ - এর এই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত সন্ধ্যার জন্য এই ইভেন্ট মিউজিক জগতের তারকা শিল্পীদের একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

পারমিশ ভার্মা, ইউফোরিয়া, রাজ বর্মণ ও ফসিলের অসাধারণ পারফর্ম্যান্সের ছোঁয়া লেগেই যেন সারা শহরের সমস্ত আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেল এবং বিখ্যাত শিল্পীদের মন জুড়িয়ে দেওয়া মেলোডি ও চাঞ্চল্যা জাগিয়ে তোলা বিটস দর্শকের চোখে-মুখে এনে দিয়েছিল এক অপার মুগ্ধতার ঝলক। প্রত্যেক শিল্পীই অসাধারণ পারফর্ম্যান্সের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁদের মিউজিকের শক্তি সমস্ত শ্রোতা তথা দর্শকদের একেবারে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

"কলকাতার কনসার্টের সাফল্য এক কথায় বলে শেষ করা যায় না! তারকা-খচিত আর্টিস্টদের লাইন-আপ ও দর্শকদের কখনও না ফুরিয়ে যাওয়া উৎসাহের মধ্য দিয়ে, 'একটু হাসি দিয়ে জীবনকে আলিঙ্গন করা'-র ইম্পিরিয়াল ব্লু-এর অন্তর্নিহিত দর্শন আরও শক্তিশালী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম যা অসাধারণ মিউজিক পারফর্ম্যান্সের মাধ্যমে আমাদের লক্ষিত দর্শকদের সক্রিয়ভাবে জুড়ে রাখার উদ্দেশ্যে এক অভিনব ইমারসিভ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সদা তৎপর রয়েছে। ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটসের বিজয়সূচক ফলাফলের প্রভাব প্রতিনিয়ত আমাদের গ্রাহকদের সাথে এক শক্তিশালী সংযোগ করতে আমাদের উৎসাহিত করে।" পারনর্ড রিকার্ড ইন্ডিয়া, মার্কেটিং জেনারেল ম্যানেজার, ইশবিন্দর সিং একথা বলেন।

এই বিষয়ে নিজের মন্তব্য যোগ করতে গিয়ে, ENIL – ইভিপি অ্যান্ড ন্যাশনাল ডাইরেক্টর আইপি সলিউশনস, পূজা গুলাটি বলেন, "কলকাতার বুকে মিউজিকের আলোড়নকে জাগিয়ে তোলার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটসের সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ করতে পেরে মির্চি ফ্যানফেস্ট রোমাঞ্চ অনুভব করছে। এই ইভেন্টের মাধ্যমে এই শহরের অতি উন্নত সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ও তার অবদানকেও উদযাপন করা হয়েছে এবং আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা শহরের মিউজিক-প্রেমীদের জন্য এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছি। এই ধরনের প্রতিভাধর আর্টিস্টদের লাইন-আপ ও সঙ্গীতময় আবহ মির্চি ফ্যানফেস্টের অন্তরাত্মাকে সঠিকভাবে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে যেখানে মিউজিকের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমে আমাদের শ্রোতাদের এক গভীর সংযোগ স্থাপনের একমাত্র অভিলাষকেই অনেক যত্নে প্রতিপালন করা হয়। আমরা এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একমাত্র মিউজিকই পারে সমস্ত ধরনের সীমানাকে পেরিয়ে গিয়ে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং এই ধরনের ইভেন্ট আমাদের মধ্যবর্তী সংযোগকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে।"

এই ইভেন্টের মাধ্যমে মিউজিকে পাশাপাশি কলকাতার প্রাণবন্ত সংস্কৃতিকেও উদযাপন করা হয়েছে। এই ইভেন্টে যোগ দেওয়া শ্রোতাদের সামনে মিউজিকের এক বিস্তৃত রেঞ্জের স্টাইল ও ধারাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পারমিশ ভার্মা, ইউফোরিয়া, ফসিল ও রাজ বর্মনের শ্বাসরুদ্ধকারী পারফর্ম্যান্সের মাধ্যমে এটি অবশ্যই নিশ্চিত করা গেছে যে ইভেন্টের সমস্ত দর্শকদের জন্যই কোনও না কোনও বিষয় ছিল যা তাদের এক মুগ্ধতার অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল।

একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এই মিউজিক সন্ধ্যার শেষে দর্শক এমনই একটি স্মৃতি নিয়ে ফিরে গেছেন যা তাদের সাথে সারা জীবনই টিকে থাকবে এবং এই বিষয়টিকেই মিউজিকের সামর্থ্যের একটি প্রামাণিকতা হিসাবে দেখা যেতে পারে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ও সবার জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার সৃজন করা।

লাভা ইন্টারন্যাশনাল উদ্বোধন করল

ব্লেজ কার্ভ ৫এ মোবাইল ফোন: শ্রেণীতে প্রথম 120Hz কার্ভড অ্যামোলেড ডিসপ্লে ও LPDDR5 8GB RAM। দাম শুরু মাত্র 17,999 টাকা থেকে

Kolkata, 5 মার্চ, 2024: নিউজ সারাদিন : ভারতের অগ্রণী স্মার্টফোন ব্র্যান্ড লাভা ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এল ব্লেজ। কার্ভ 5G। এই বৈপ্লবিক স্মার্টফোন মাঝারি মানের স্মার্টফোনের শ্রেণীর সংজ্ঞাই বদলে দিতে চলেছে। এতে আছে শ্রেণীতে প্রথম 8GB LPDDR5 RAM যার ফলে একসঙ্গে অনেক কাজ অনায়াসে করা যাবে। সেই সঙ্গে রয়েছে শ্রেণীতে প্রথম UFS 3.1 128GB/256GB আভ্যন্তরীণ স্টোরেজ। এমন যুগলবন্দির ফলে অ্যাপ খোলার হার 100 শতাংশ পর্যন্ত দ্রুততর হবে। এই ফোন অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন MediaTek Dimensity 7050 প্রসেসর দ্বারা চালিত, ফলে ফোনের গতি ও কার্যকারিতা হয়ে ওঠে তুলনাহীন। ফোনটির Antutu স্কোর 570K+ যা নিজের শ্রেণীতে সেরা। এই দামে যে সব মোবাইল বাজারে রয়েছে, সেই শ্রেণীতে অ্যাপ চালনা ও গেম খেলার ক্ষেত্রে এই ফোন নতুন মানদণ্ড তৈরি করতে চলেছে। ভারতীয় গ্রাহকদের হাতে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স-সহ উন্নতমানের মোবাইল তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লাভা। মাত্র 17,999 টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে উপলব্ধ এই ব্লেজ। কার্ভ 5G ফোন সেই প্রতিশ্রুতিরই সার্থক প্রতিফলন।

এই ফোনের আরও এক বৈশিষ্ট্য হল নিজের শ্রেণীতে সেরা চোখ ধাঁধানো 16.94 cm (6.67") 120Hz 3D কার্ভড অ্যামোলেড ডিসপ্লে যেখানে পাওয়া যাচ্ছে Widevine L1-এর সাপোর্ট যাতে ভিডিয়ো দেখার অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়। ফোনের পেছনে থাকছে প্রিমিয়াম এজি গ্লাস ব্যাক নকশা ও EIS সাপোর্ট থাকা 64MP প্রাইমারি ক্যামেরা (সোনি সেন্সর)। সেই সঙ্গে 8MP আলট্রাওয়াইড ও 2MP ম্যাক্রো লেন্সও পাওয়া যাচ্ছে। এই মোবাইলের সামনের ক্যামেরা 32MP, ফলে নিজস্বী উঠবে নিখুঁত, বিশদ ও ঝকঝকে। লাভা ব্লেজ কার্ভ 5g দুটি রঙে পাওয়া যাবে, আয়রন গ্লাস ও ভিরিডিয়ান গ্লাস।

এখানেই শেষ নয়, ব্লেজ কার্ভ 5G-তে আছে DOLBY ATMOS-এর সাপোর্ট থাকা স্টিরিয়ো স্পিকার ফলে এই ফোনের অডিয়োর মানও উন্নত ও গভীর।

লাভা ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল রায়না বলেন, "স্মার্টফোন শিল্পে ভারতীয় প্রযুক্তির কামাল দেখিয়ে দিল ব্লেজ। কার্ভ 5G। বিশ হাজারের মধ্যে দাম থাকা মোবাইল ফোন ক্রেতাদের আশা মেটাতে, ব্লেজ। সিরিজের মাধ্যমে আমরা বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা প্রদান করছি।"

উন্নতমানের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে লাভা দায়বদ্ধ। সেই রীতি মেনেই ব্লেজ। কার্ভ 5G ব্লোটঅয়্যারমুক্ত, বিজ্ঞাপনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন অ্যান্ড্রয়েড 13 প্ল্যাটফর্মে চালিত হয়। সেই সঙ্গে লাভা নিয়মিত সফটঅয়্যার আপডেটের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে Android 14 ও 15-G নিশ্চিত আপগ্রেড ও তিন বছরের জন্য ত্রৈমাসিক নিরাপত্তা আপডেট।

ব্লেজ কার্ভ 5G-তে রয়েছে ফাস্ট চার্জিং-সহ শক্তিশালী 5000 mAh (typ) লি-পলিমার ব্যাটারি ও 33W চার্জার। ফলে বিনা বাধায়, নিশ্চিন্তে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করা যাবে এই মোবাইল।

ব্লেজ কার্ভ 5G 11 মার্চ বেলা 12টা থেকে Amazon.in, লাভা ই-স্টোর ও সমস্ত লাভা রিটেল নেটওয়ার্কে উপলব্ধ হবে।

বাড়িতেই বিনামূল্যে পরিষেবা আরও সুবিধা ও মানসিক শান্তির জন্য, ব্লেজ। কার্ভ 5G ব্যবহারকারীদের ওয়ারান্টি থাকাকালীন মোবাইলে কোনও সমস্যা হলে লাভা বাড়িতে এসে বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করবে।

"শিবরাত্রির পরের দিনের

অমাবস্যায় জাগ্রত কালীমন্দিরের বার্ষিক পুজোর মাহাত্ম্য

তনুশ্রী গুহ : নিউজ সারাদিন : কালী ঠাকুর যিনি শক্তির দেবী রূপে পূজিত এবং তার আরাধনায় ভক্তেরা সবসময় আরাধনায় মেতে থাকে। তেমনি এক চিত্র পরিলক্ষিত হয় কোচবিহার জেলার এক বাড়ির কালীপুজোয়। গুহ বাড়ির কালীপূজো যেটির মাহাত্ম্য বিশেষ মাত্রায় এবং মা কালী খুবই জাগ্রত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই জাগ্রত কালী ঠাকুরের মন্দিরে এবং বার্ষিক পুজোয় দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন মায়ের দর্শন করতে। কথিত আছে যে, মা কালীর এই রূপ স্বপ্নে পাওয়া এবং কালী ঠাকুরের এই রূপ বিশালাক্ষী রূপে পূজিত। মায়ের পুজোয় মায়ের রূপের দর্শন করতে ভক্তেরা দূর দূরান্ত থেকে যেমন আসেন ঠিক তেমনি মায়ের পুজো আরাধনায় ব্রতী থাকেন আগত ভক্তরা। কালী ঠাকুরকে শক্তির দেবী রূপে সকলে যেমন পুজো করেন তেমনি কালী ঠাকুরকে জগতের মা রূপে ভক্তি দিয়ে ডাকেন তার ভক্তরা। মায়ের সাথে সন্তানের যেমন থাকে মনের সম্পর্ক ঠিক তেমনি কালী ঠাকুরকেও নিজের মা রূপেই পুজো করেন এই মন্দিরে আগত ভক্তরা এবং এই বাড়ির সকল সদস্য- সদস্যারা।

সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো মহাজাতি সদনে

সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের ৪৬ তম সমাবর্তন উৎসব ২০২৪

ইন্দ্রজিৎ আইচ : নিউজ সারাদিন : ঐতিহ্য - গুরু শিষ্য পরম্পরা আর আধুনিকতা এই সবটা মিলে
সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ। এই সংস্থার পথচলা শুরু হয়ে ছিলো ১৯৭৬ সালে। এই পরিষদ এখন সুবর্নজয়ন্তী বর্ষের দিকে এগোচ্ছে।

উত্তর কলকাতার এই সর্বভারতীয় পরিষদে সারা ভারতের বিখ্যাত শিল্প সংস্কৃতি জগতের শিল্পীরা সংস্কৃতির সব ধারার শিক্ষা প্রদান করেন অগুণিত ছাত্রছাত্রীদের। সারা পৃথিবীতে তাদের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে ৫ হাজারের ওপর। প্রতিবছরের মতন গত ৮ ও ৯ ই মার্চ শুক্রবার এবং শনিবার মহাজাতি সদনে সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হলো ৪৬ তম সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর সমাবর্তন উৎসব ২০২৪।

এই সমাবর্তন উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ - অধ্যাপিকা মিতা বন্দোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যশোর এর প্রাচ্য সঙ্গের প্রধান বেনজিন খান, বাংলাদেশ নওগাও প্রেস ক্লাবের সভাপতি মহম্মদ কায়সুদ্দিন।মঞ্চে ছিলেন এই সর্বভারতীয় পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপিকা অমিতা দত্ত ,এই সর্বভারতীয় পরিষদের সম্পাদক কাজল সেনগুপ্ত ও যুগ্ম সম্পাদক ড:শান্তনু সেনগুপ্ত , গৌড়ীয় নৃত্য শিল্পী ড: মহুয়া মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, পন্ডিত অলোক লাহিড়ী, সঙ্গীত শিল্পী অলক রায়চৌধুরী, সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট,
নৃত্যশিল্পী কোহিনুর সেন বরাট, সঙ্গীতশিল্পী চন্দ্রবলি রুদ্র দত্ত, সেতার শিল্পী মিতা নাগ, অধ্যাপক মনোজ সরকার, সঙ্গীতশিল্পী শমীক পাল, বাংলাদেশ এর দুই নৃত্য শিল্পী সুলতান মাহমুদ ও লিজা সুলতান সহ আরো অনেক গুণী ব্যাক্তিত্ব।এই বছর পরিষদের পক্ষ থেকে কলামনি পুরস্কারে দীক্ষিত করা হয় জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায়

এরপর ৩ পাতায়

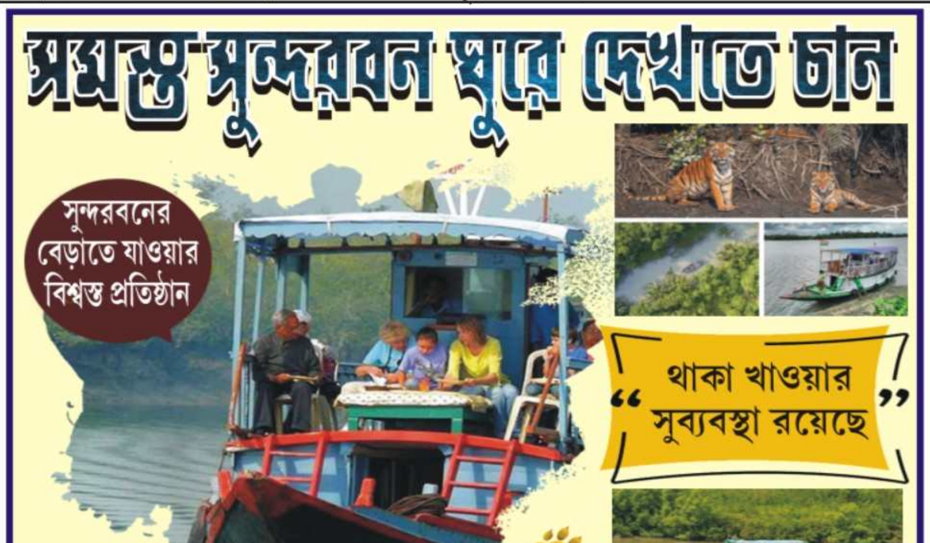

শিবানীপুরে সুর অঞ্জলি'র

বাৎসরিক অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফলতা থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মিশন পৃষ্ঠপোষিত "মুক্তকণ্ঠ" পরিচালিত সঙ্গীত-কলা শিক্ষণ কেন্দ্র "সুর অঞ্জলি"-র বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো শিবানীপুর স্বামী বিবেকানন্দ উদ্যানে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ গোপাল চন্দ্র মন্ডল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল, শিক্ষক অরূপ সরদার, যোগ প্রশিক্ষক প্রবীর চাণক, নৃত্য শিল্পী মানস শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত শিক্ষক রঞ্জন মণ্ডল ও চন্দন হালদারের প্রচেষ্টায় প্রায় চার ঘণ্টার ঠাসা অনুষ্ঠানে গুরু বন্দনা, রবীন্দ্র, নজরুল ও আধুনিক গানের সঙ্গে রাগ প্রধান ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুন্দর সমন্বয় ঘটে। অনন্যা হালদার, তিথি মণ্ডল, রিমা মণ্ডল, সৃজিতা মণ্ডল, শ্রুতি পাইক, অঙ্কন দাস, রোহিনী বাগ, উশষী চক্রবর্তী,শুভাঙ্গী হালদার,রুম্পা বৈরাগী সহ আরো অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও শিশির পাইক।

আসামের জোরহাটে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নমস্কার, আপনালোক ভালেয়া কুশলে আসে! (আশাকরি আপনারা ভালো আছেন!)

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি, শ্রী রামেশ্বর তেলীজি, আসাম রাজ্য সরকারের সমস্ত মন্ত্রীগণ, উপস্থিত জনপ্রতিনিধি বন্ধুগণ, অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিবর্গ, আর আমার আসামের প্রিয় ভাই ও বোনেরা। আপনারা সবাই এক বিপুল সংখ্যায় আমাদের আশীর্বাদ দিতে এসেছেন। আমি মাথা নত করে আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীজি আমাকে এখনই বলছিলেন, এখানে ২০০ জনের জায়গায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বসে আছেন, যাঁরা ভিডিও-র মাধ্যমে এই উন্নয়ন উৎসবের অংশীদার হয়েছেন। আমি তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আমি সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখেছি ... কিভাবে গোলাঘাটে সাধারণ মানুষ হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। আসামের জনগণের এই স্নেহ, এই আপনত্ব আমাদের অনেক বড় পুঁজি। আজ আমার আসামের জন্য সাড়ে ১৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত বা পরিকল্পিত প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা শিলান্যাস করার সৌভাগ্য হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য, আবাসন এবং পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত প্রকল্প রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে আসামের উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে। আমি আসামের সমস্ত জনগণকে এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। বন্ধুগণ, এখানে আসার আগে আমার কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কের বিশালত্ব ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কাছে থেকে দেখা ও অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছে। কাজিরাঙা একটি অদ্ভুৎ ন্যাশনাল পার্ক এবং ব্যাঘ্র অভয়ারণ্য। এর জীববৈচিত্র, এর বাস্তুব্যবস্থা সবাইকে আকর্ষিত করে। কাজিরাঙা ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হওয়ার গৌরব পেয়েছে। বিশ্বে যত এক শৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে, তার ৭০ শতাংশ আমাদের কাজিরাঙায় রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক আবহে বাঘ, সিংহ, সোয়াম্প ডিয়ার বা জলাভূমি হরিণ, বণ্য মহিষ এবং অসংখ্য বৈচিত্রময় আরণ্যক দৃশ্য দেখে অন্যরকম অনুভব হয়। পাশাপাশি পক্ষী পর্যবেক্ষকদের জন্যও কাজিরাঙা একটি স্বর্গের মত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিগত সরকারগুলির অসংবেদনশীলতা এবং অপরাধীদের প্রশয় দেওয়ার ফলে আসামের পরিচয় বহনকারী এখানকার এক শৃঙ্গ গন্ডারদের অস্তিত্বও সঙ্কটে পড়ে গিয়েছিল। শুধু ২০১৩ সালে এক বছরের মধ্যে এই অরণ্যে ২৭টি গন্ডারকে শিকার করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার এবং স্থানীয় মানুষের প্রচেষ্টায় ২০২২-এ এই শিকার বন্ধ হয়েছে। ২০২৪ সালটি কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষও। আমি আসামের জনগণকে এর জন্যও অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আর আমি দেশবাসীকে বলবো যে এই সুবর্ণজয়ন্তী বছরে আপনাদের সবাইকে কাজিরাঙা দেখতে আসা উচিত। আমি কাজিরাঙা থেকে যে স্মৃতি নিয়ে যাচ্ছি, তা সারাজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। বন্ধুগণ,

আজ আমার বীর লাচিত বরফুকন-এর বিশাল এবং অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির আবরণ উন্মোচনেরও সৌভাগ্য হয়েছে। লাচিত বরফুকন আসামের শৌর্য ও পরাক্রমের প্রতীক। ২০২২ সালে আমরা দিল্লিতে লাচিত বরফুকনের ৪০০তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ সম্পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করেছি। আমি আর একবার বীর যোদ্ধা লাচিত বরফুকনকে প্রণাম জানাই। বন্ধুগণ, ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি উন্নয়ন - এটাই আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকারের মন্ত্র। ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি আসামে ডবল ইঞ্জিন সরকার এখানকার উন্নয়নের জন্যও ততটাই দ্রুত গতিতে কাজ করছে। পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে আসাম অভূতপূর্ব দ্রুত গতিতে কাজ করছে। রাজ্যে এইমস হাসপাতাল গড়ে ওঠার ফলে জনগণের অনেক সুবিধা হয়েছে। আজ এখানে তিনসুকিয়া মেডিকেল কলেজেরও উদ্বোধন হল। এর ফলে চারপাশের বেশকিছু জেলার জনগণ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। আমার আসামে পূর্ববর্তী সফলে আমি গুয়াহাটি এবং করিমগঞ্জে দুটি মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। আর আজ শিবসাগর মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। এখানে আপনাদের জোড়হাটে একটি ক্যান্সার হাসপাতালও গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এই উন্নয়নের ফলে আসাম একটি অনেক বড় কেন্দ্র, সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আমাদের আসাম স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি অনেক বড় কেন্দ্র হয়ে উঠবে। বন্ধুগণ, আজ, 'পিএম ঊর্জা গঙ্গা যোজনা'-র মাধ্যমে নির্মিত বারাউনি - গুয়াহাটি পাইপলাইন দেশবাসীর উদ্দেশে সমর্পণ করা হয়েছে। এই গ্যাস পাইপলাইন আমাদের 'নর্থ ইস্টার্ন গ্রিড'-কে 'ন্যাশন গ্যাস গ্রিড'-এর সঙ্গে যুক্ত করবে। এর ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার এবং ৬০০-ও বেশি সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ হবে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের ৩০টিরও বেশি জেলার মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। বন্ধুগণ, আজ ডিগবয় তৈল শোধনাগার এবং গুয়াহাটি তৈল শোধনাগারের ক্ষমতা সম্প্রসারণেরও শুভারম্ভ হল। অনেক দশক ধরে আসামের জনগণের চাহিদা ছিল যে আসামের তৈল শোধনাগারগুলির ক্ষমতা বাড়ানো হোক। এখানে অনেক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারগুলি কখনও এখানকার জনগণের ভাবনাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু বিগত ১০ বছরে বিজেপি সরকার আসামের চারটি তৈল শোধনাগারেরই ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কাজ করে চলেছে। এখন আসামে তৈল শোধনাগারের মোট ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে। আর এগুলির মধ্যে নুমালিগড় রিফাইনারির ক্ষমতা তো তিন গুণ হতে চলেছে। যখন কোনও এলাকার উন্নয়নের প্রবল ইচ্ছা থাকে, তখন কাজও খুব ভালো হয় আর দ্রুত গতিতে হয়।

বন্ধুগণ, আজ আমার আসামের সাড়ে ৫ লক্ষ পরিবারের নিজস্ব পাকাবাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। আপনারা ভাবুন, একটি রাজ্যের সাড়ে ৫ লক্ষ পরিবার নিজেদের পছন্দ মতো নিজস্ব পাকাবাড়িতে গৃহ প্রবেশ করছেন। ভাই ও বোনেরা, জীবনে কত বড় সৌভাগ্য যে আমি আপনাদের এই ভাবে সেবা করতে পারছি। ভাই ও বোনেরা, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনকালে যেখানে মানুষ এক একটি বাড়ির জন্য হা পিত্যেস করে থাকতো, সেখানে আমাদের সরকার একদিনে শুধু আসামে সাড়ে ৫ লক্ষ গরিব মানুষকে পাকাবাড়িতে গৃহ প্রবেশ করাচ্ছে। আর এই বাড়িগুলি আগের মতো শুধু চার দেওয়ালে ঘেরা নয়, এই বাড়িগুলিতে শৌচালয়, রান্নার গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ এবং নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জলের সুবিধাও একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই আসামের ১৮ লক্ষ পরিবারকে এরকম পাকাবাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। আর আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে পিএম আবাস যোজনার মাধ্যমে দেওয়া এই বাড়িগুলির অধিকাংশই মহিলাদের নামে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এখন এই বাড়িগুলির মালিক হলেন আমার মা ও বোনেরা। অর্থাৎ এই বাড়িগুলি লক্ষ লক্ষ মহিলাকে বাড়ির মালিক করে দিয়েছে। বন্ধুগণ,

আমরা চেষ্টা করছি যাতে আসামের প্রত্যেক মহিলার জীবনযাপন আরও সহজ হয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের সঞ্চয় যেন বাড়ে। গতকালই বিশ্ব মহিলা দিবস উপলক্ষে আমাদের সরকার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের সরকার আয়ুষ্মান কার্ড-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে যে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করছে, এর মাধ্যমে আমাদের মা ও বোনেরা বেশি উপকৃত হচ্ছেন। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে গত ৫ বছরে আসামের ৫০ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে নতুন পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অমৃত সরোবর অভিযানের মাধ্যমে এই রাজ্যে যে ৩,০০০ অমৃত সরোবর তৈরি হয়েছে, তা জনগণের উপকারে লাগছে। একটু আগেই এই অমৃত সরোবর অভিযানের কপি টেবিল বুক উদ্বোধনের সৌভাগ্য হয়েছে। বিজেপি সরকার দেশে ৩ কোটি ... শুনুন একথাটা আপনাদের বলছি, যাঁরা সুন্দর সুন্দর টুপি পরে বসে আছেন সেই বোনেদের বলছি, বিজেপি সরকার ৩ কোটি লাখপতি দিদি বানানোর অভিযানে নেমেছে। আর সেই অনুযায়ী কাজ করছে। এই অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের আরও ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে, তাঁদেরকে আরও নতুন নতুন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযানের মাধ্যমে আসামের লক্ষ লক্ষ মহিলাও উপকৃত হয়েছেন। একটু আগেই আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলছিলেন, আসামে যাঁরা লাখপতি দিদি হয়েছেন সেই সব লাখপতি দিদি আজ এখানে এসেছেন। একবার জোরে হাততালি দিয়ে এই লাখপতি দিদিদের সম্মান জানান। যদি সঠিক লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করা হয়, আর এর সঙ্গে সাধারণ মানুষ যুক্ত হন, তাহলে কত বড় পরিবর্তন আসতে পারে, আপনারা দেখুন দেশের গ্রামে গ্রামে লাখপতি দিদি বানানোর এই অভিযান - এটা মোদীর গ্যারান্টি। বন্ধুগণ,

২০১৪ সালের পর আসামে বেশকিছু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। আসামের আড়াই লক্ষ ভূমিহীন ভূমিপুত্রকে জমির মালিকানা দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ৭ দশক ধরে চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। আমাদের সরকার চা বাগানে কর্মরত এরকম প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিককে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার মানে হল, সেই কর্মচারীদের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও পৌঁছোতে শুরু করেছে। ফলে যাঁরা সরকারের আর্থিক সহায়তার সুবিধাভোগী হওয়ার যোগ্য, তাঁদের অধিকারের পয়সা এখন সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছোতে শুরু করেছে। আমরা দালালদের রোজগারের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছি। গরীব মানুষ প্রথমবার অনুভব করতে শুরু করেছেন যে তাঁদের কথা শোনার জন্য একটি সরকার রয়েছে, আর সেটি হল বিজেপি সরকার। বন্ধুগণ, উন্নত ভারতের সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়নও জরুরী। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসন কালে দশকের পর দশক ধরে উত্তর পূর্ব ভারতের জনগণ সরকারের উপেক্ষার শিকার ছিল। বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করে ফটো তোলা, আর মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও তারপর পালিয়ে যাওয়া বা হাত তুলে নেওয়া! কিন্তু মোদী গোটা উত্তর পূর্ব ভারতকে নিজের পরিবার বলে মনে করে। সেজন্য আমরা সেই প্রকল্পগুলিও সম্পূর্ণ করার ওপর জোর দিই। যেগুলি অনেক বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল অথবা কাগজে লিখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিজেপি সরকার সরাইঘাটে দ্বিতীয় সেতু, ঢোলা সদিয়া সেতু এবং বোগিবিল সেতুর কাজ সম্পূর্ণ করে দেশকে সমর্পণ করেছি। আমাদের সরকারের শাসনকালেই বরাক উপত্যকা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল সংযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০১৪ সালের পর এ রাজ্যে উন্নয়নকে গতি প্রদানকারী বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। যোগী ধোপার মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। ২০১৪ সালে আসামে মাত্র একটি জাতীয় জলপথ ছিল। আজ উত্তর পূর্ব ভারতে ১৮টি জাতীয় জলপথ গড়ে উঠেছে। এভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে। আমাদের সরকার উত্তর পূর্ব ভারতের শিল্পোদ্যোগ বাস্তু ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে নতুন রূপে আরও সম্প্রসারণের প্রকল্পগুলি মঞ্জুর করেছে। সরকার আসামের পাটচাষীদের জন্যও একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবছর পাটের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ক্যুইন্টাল প্রতি ২৮৫ টাকা বাড়িয়েছে। এখন পাটচাষীরা প্রতি ক্যুইন্টালে ৫,৩৩৫ টাকা করে পাবেন। বন্ধুগণ, আমার এসকল প্রচেষ্টার মাঝে আমাদের বিরোধীরা কী করছেন? তাঁরা দেশকে বিভ্রান্ত করার জন্য কী কী করছেন? মোদীকে সবসময় গালিগালাজ করা, কংগ্রেস ও তার বন্ধুরা আজকাল বলতে শুরু করেছে যে মোদীর তো পরিবার নেই। তাদের গালির জবাবে আজ গোটা দেশ উঠে দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশ বলছে যে "আমি মোদীর পরিবার, আমরা মোদীর পরিবার", "আমি মোদীর পরিবার, আমরা মোদীর পরিবার", "আমি মোদীর পরিবার, আমরা মোদীর পরিবার"-এটাই ভালোবাসা, এটাই আশীর্বাদ। দেশবাসীর এই ভালোবাসা মোদী সবসময় পায়, কারণ মোদী ১৪০ কোটি দেশবাসীকে শুধু নিজের পরিবারের সদস্য ভেবে চুপ থাকে না, দিন-রাত তাঁদের সেবাও করছে। আজকের এই আয়োজনও এই সেবার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। আমি আর একবার আপনাদের সবাইকে এত বিপুল সংখ্যায় এখানে আসার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আর এত বিশাল মাত্রায় উন্নয়ন কার্যের জন্যও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা আমার সঙ্গে দুহাত তুলে বলুন -

১-ম পাতার পর

ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা করলেন মমতা! একাধিক নতুন মুখ

বালুরঘাট আসনে লড়বেন বিপ্লব মিত্র

মালদহ উত্তর আসনে লড়বেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস)

মালদহ দক্ষিণ আসনে লড়বেন শাহনওয়াজ আলি রেহান

জঙ্গিপুর আসনে লড়বেন খলিলুর রহমান

বহরমপুর আসনে লড়বেন ইউসুফ পঠান

মুর্শিদাবাদ আসনে লড়বেন আবু তাহের খান

কৃষ্ণনগর আসনে লড়বেন মহুয়া মৈত্র

দমদম আসনে লড়বেন সৌগত রায়

বারাসত আসনে লড়বেন কাকলি ঘোষদস্তিদার

বসিরহাট আসনে লড়বেন হাজি নুরুল ইসলাম

জয়নগর আসনে লড়বেন প্রতিমা মণ্ডল

মথুরাপুর আসনে লড়বেন বাপি হালদার

ডায়মন্ড হারবার আসনে লড়বেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদবপুর আসনে লড়বেন সায়নী ঘোষ

কলকাতা উত্তর আসনে লড়বেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা দক্ষিণ আসনে লড়বেন মালা রায়

হাওড়া আসনে লড়বেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

উলুবেড়িয়া আসনে লড়বেন সাজদা আহমেদ

শ্রীরামপুর আসনে লড়বেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি আসনে লড়বেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

আরামবাগ আসনে লড়বেন মিতালি বাগ

তমলুক আসনে লড়বেন দেবাংশু ভট্টাচার্য

কাঁথি আসনে লড়বেন উত্তম বারিক

ঘাটাল আসনে লড়বেন দেব

মেদিনীপুর আসনে লড়বেন জুন মালিয়া

ঝাড়গ্রাম আসনে লড়বেন কালীপদ সরেন

বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে লড়বেন কীর্তি আজ[illegible]াদ

আসানসোল আসনে লড়বেন শত্রুঘ্ন সিনহা

বীরভূম আসনে লড়বেন শতাব্দী রায়

বিষ্ণুপুর আসনে লড়বেন সুজাতা মণ্ডল

পুরুলিয়া আসনে লড়বেন শান্তিরাম মাহাতো

বাঁকুড়া আসনে লড়বেন অরূপ চক্রবর্তী

বনগাঁ আসনে লড়বেন বিশ্বজিৎ দাস

রানাঘাট আসনে লড়বেন মুকুটমণি অধিকারী

১-ম পাতার পর

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ ৭ সাংসদ

পরিবারে উলটো স্রোত। সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে শিশির অধিকারী এবং দিব্যেন্দুকে। তাই অধিকারী পরিবারের কেউ যে ভোটের টিকিট পাচ্ছেন না, তা এককথায় নিশ্চিতই ছিল। আর রবিবাসরীয় ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে ৪২ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর সেই গুঞ্জনেই সিলমোহর। তমলুক লোকসভা আসনে শিশিরের পরিবর্তে দেবাংশু ভট্টাচার্যতেই আস্থা রেখেছে ঘাসফুল শিবির। দিব্যেন্দুর লোকসভা কেন্দ্র কাঁথিতে তৃণমূলের চব্বিশের সৈনিক উত্তম বারিক। সুতরাং, এই প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে ভোটে লড়ছেন না অধিকারী পরিবারের কেউ। আবার মেদিনীপুর থেকে বাদ গিয়েছেন মানস ভুঁইয়াও। কারণ, বার বার যেমন বিতর্কে জড়িয়েছেন আবার তেমনই সাধারণ মানুষেরও তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভবিক্ষোভের শেষ নেই। এদিকে, বারাকপুরে বিজেপি থেকে ফেরা অর্জুন সিং পেলেন না টিকিট। দলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেলেও তিনি যে তৃণমূলে তাঁর পুরনো স্থান ফিরে পাননি তা এককথায় স্পষ্ট। টিকিট পেলেন না দীনেশ ত্রিবেদীও। সাংসদ থাকা সত্ত্বেও টিকিট না পাওয়ার তালিকায় রয়েছেন মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহানের মতো দুই তারকা। মিমি সম্প্রতি সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মমতা তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি ঠিকই। তবে চব্বিশের যুদ্ধে আস্থাও রাখেননি। মিমির পরিবর্তে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে যুবনেত্রী সায়নী ঘোষকে বেছে নিয়েছে দল। গল্ফগ্রিনের বাসিন্দা সায়নীর তারকা ইমেজ যেমন রয়েছে, তেমনই আবার দক্ষ সংগঠকও। অপর তারকা সাংসদ মিমির 'বোনুয়া' নুসরত জাহান যে টিকিট পাচ্ছেন না তা মোটের উপর স্পষ্টই ছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে, নুসরত গত লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতলেও জনপ্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেননি। তাই নিজের সংসদীয় এলাকায় তেমন কোনও কাজ করেননি, অন্তত পক্ষে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি সেরকমই। সম্প্রতি সন্দেশখালি কাণ্ডের পরেও নিজের সংসদীয় এলাকায় দেখা যায়নি তাঁকে। পরিবর্তে সোশাল মিডিয়ায় বেশি সক্রিয়। তাই আর টিকিট পাননি নুসরত। তাঁর পরিবর্তে ভূমিপুত্র হাজি নুরুল ইসলামের উপর ভরসা রেখেছে ঘাসফুল শিবির। এদিকে, সি এ এ, এন আর সি নিয়ে হইচইয়ের মাঝে এবারের লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট বড় ফ্যাক্টর। তাই বনগাঁয় মতুয়া গড় থেকে কেউ প্রার্থী হবেন বলেই মনে করা হচ্ছিল। মমতাবালা ঠাকুর বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। চব্বিশে তৃণমূলের টিকিট পেলেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বর্তমানে বাগদার বিধায়ক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সংগঠন কিছুটা দুর্বল। মেগা ফাইটের আগে প্রায় সবকটি লোকসভা কেন্দ্রেই গতবারের প্রার্থীদের উপর আস্থা রাখতে পারল না ঘাসফুল শিবির। এবার দার্জিলিংয়ে টিকিট পাননি অমর সিং রাই। পরিবর্তে গোপাল লামার উপর আস্থা রেখেছে তৃণমূল। কোচবিহারে পরেশচন্দ্র অধিকারীর পরিবর্তে প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়া। আলিপুরদুয়ারে টিকিট পাননি দশরথ তিরকে। তাঁর বদলে শাসক দলের আস্থা প্রকাশ চিক বরাইকে। জলপাইগুড়িতে নির্মলচন্দ্র রায় প্রার্থী। বাদ গিয়েছেন বিমলচন্দ্র বর্মন। রায়গঞ্জে 'দলবদলু' কৃষ্ণ কল্যাণীই তৃণমূলের সৈনিক। বাদ গিয়েছেন কানাইয়া লাল।

২ পাতার পর

সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো মহাজাতি সদনে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের ৪৬ তম সমাবর্তন উৎসব ২০২৪

কে এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অনিতা মল্লিককে। সকলেই এই পরিষদের অগ্রগতির ভুয়সী প্রসংশা করেন। এই বছর সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় পুরস্কার পেলেন মনোজ কুমার বিশ্বাস, অমল কুমার পান্ডা, অমিতাভ চক্রবর্তী, শঙ্কর রক্ষিত, রিতা দে, অশোক সেনগুপ্ত, জগদীশ চক্রবর্তী, সুকুমার কর, প্রনবেন্দু দাস, জয়ন্ত কুন্ডু এবং জয়দেব দে।

অনুষ্ঠানে দুদিন ধরে এই পরিষদের ছাত্র ছাত্রীরা পরিবেশন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারের এই সমাবর্তন উৎসবে পাঁচ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রসংশাপত্র ও মেডেল তুলে দেন মঞ্চের অতিথিরা। নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, যোগোব্যায়াম সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সর্বভারতীয় পরিষদের এই সন্মান তুলে দেন বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ। এই সমাবর্তনের শেষদিন ওড়িশি, ভরত নাট্যম ও লোকনৃত্যে এবং সৃজনশীলনৃত্যে দর্শকদের নজর কাড়ে কাভিয়া দাস, অন্বেষা সেন ও পৌশালী ঘোষ এবং সোহিনী চক্রবর্তী। স্নিহাশিস আচার্য্য র গলায় রতনতনু ঘাটির কবিতা " হোস্টেলের চিঠি " মন্দ লাগেনা। ভালো লাগে তন্নিষ্ঠা সেনগুপ্ত র গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত " বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারায় "। সমাবর্তনের এই দুদিন এই পরিষদের ছাত্র ছাত্রীদের নাচে, গানে ও আবৃত্তিতে জমে উঠে ছিলো। দুদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন শুভদীপ চক্রবর্তী ও দেবব্রত চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠান এর পরিকল্পনা এবং পরিচালনায়

ছিলেন সর্বভারতীয় পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ড: শান্তনু সেনগুপ্ত।

১-ম পাতার পর

শাহজাহানকে সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ বসিরহাট আদালতের

মোবাইলের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে ফের হেফাজতে চেয়ে এদিন আদালতে আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। সেখানে থাকে ৪ দিনের সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন। আদালত চত্বরে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে পুলিশ তাঁদের ভিতরে নিয়ে যায়।

৫৬ দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে মিনাখাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয় সন্দেশখালির ডনকে। ওই দিনই বসিরহাট আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১০ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীনই তাকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি রাজ্যে। হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে সর্বোচ্চ আদালত।

১-ম পাতার পর

টাকাই তো দেওনি তো খাবেটা কোথা থেকে? ব্রিগেডে আক্ষেপ মমতার

আমরা দিয়েছিলাম। ৪৩ হাজার বাড়ি আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম। তার পর ২ বছর ধরে বাড়ির টাকা আপনারা এক পয়সাও দেননি। ১১ লক্ষ মানুষকে দেবে বলে স্ক্রুটিনি করার পরেও দেয়নি। আমি ব্রিগেড থেকে বলে যাচ্ছি যদি ১ মে মধ্যে না দেয়, ১১ লক্ষ লোকের বাড়ি আমরা তৈরি করে দেব'। কখনও আবার আক্ষেপ করে বলতে শোনা গেল, টাকাই দেয়নি তো খাবে কোথা থেকে?

এদিন মমতা বলেন, '৪৫৫টা টিম পাঠিয়েছে। বলছে, সব টাকা পাঠিয়েছিলাম, খেয়ে নিয়েছে। কোথায় খেয়েছে জবাব দেও। টাকাই তো দেওনি তো খাবেটা কোথা থেকে? ২১ সাল থেকে ২৪ সাল পর্যন্ত কোনও টাকা দিয়েছে ১০০ দিনের কাজে যে খাবে? মিথ্যে কথা বললেই হলো? ৫৯ লক্ষ লোককে ১০০ দিনের কাজের টাকা আমাদের সরকার দিয়েছে। আপনি দেননি। আপনারা দেননি। না দিয়েই বলছেন খেয়ে ফেলেছে'।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ১১ মার্চ, ২০২৪ সোমবার ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩০

কাকুর কণ্ঠস্বরের রিপোর্ট ইডির হাতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যার জন্য এত হুলস্থুল, দিনের পর দিন আদালতে শুনানি, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের 'কাকু'-র সেই কণ্ঠস্বরের নমুনার রিপোর্টের কী হল, তা নিয়ে কৌতুহলের অন্ত ছিল না জনমানসে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, সেই কণ্ঠস্বরের নমুনা যাতে দিতে-না হয় তাই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বহুদিন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কাকু। যদিও তার

মধ্যে, গত অগস্টে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে বাইপাস অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ নিয়ে কাকু-কে গত ৪ জানুয়ারি সেখান থেকে তুলে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়া হয়। তা পাঠানো হয় দিল্লিতে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে।

কবে আসবে সেই রিপোর্ট, সত্যিই কি নমুনা আসল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলল, তা নিয়ে অনন্ত কৌতূহল ছিল। সেই রিপোর্টই হাতে এসেছে ইডি-র।শনিবার ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, সম্প্রতি তাদের হাতে সেই রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে। তবে, কাকুর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত অডিয়োতে পাওয়া কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর বর্তমান কণ্ঠস্বর মিলেছে কি না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তদন্তকারীরা।আগামী সপ্তাহে আদালতে শুনানি। সেই সময়ে ওই রিপোর্ট পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কাকু ধরা পড়েন রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির মামলায়। তদন্তকারীদের দাবি ছিল, তাঁর মোবাইল থেকে এমন অডিয়ো ক্লিপ পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে প্রভাবশালীদের কণ্ঠস্বরও রয়েছে। সেটাকে হাতিয়ার করতে চেয়ে আদালতে আবেদন করে ইডি। আদালত জানায়, কাকুর বর্তমান কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সেই অডিয়ো ক্লিপে পাওয়া কাকুর কণ্ঠস্বর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মিলিয়ে দেখতে হবে। সেটা মিললে, তবেই তা প্রামাণ্য নথি হিসেবে আদালত গণ্য করবে।

সম্পাদকীয়

লক্ষ্য মহিলা ভোট, এক ডজন মহিলা প্রার্থীকে ময়দানে নামালেন মমতা

তিন বছর আগে বিধানসভা ভোটে বঙ্গের মহিলা ভোটাররা তাঁকে দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছিলেন। মহিলা ভোটারদের বিপুল সমর্থনের জেরেই দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নীল বাড়ি দখলের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জানালে বাংলার মহিলাদের জন্য চালু করেছিলেন লক্ষ্মীর ভান্ডার।এবার এক ডজন মহিলাকে প্রার্থী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা হলেন, কৃষ্ণনগরে মহুয়া মৈত্র, বারাসতে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, দক্ষিণ কলকাতায় মালা রায়, যাদবপুরে সায়নী ঘোষ, জয়নগরে প্রতিমা মণ্ডল, উলুবেড়িয়ায় সাজদা আহমেদ। এছাড়া হুগলি থেকে লড়ছেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর থেকে জুন মালিয়া, আরামবাগ থেকে মিতালি বাগ, বর্ধমান পূর্ব থেকে শর্মিলা সরকার এবং বিষ্ণুপুর থেকে সুজাতা মণ্ডল এবং বীরভূমে শতাব্দী রায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দলের ভোটযুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে যাদের আসরে নামিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তযাদের সবার ভাবমূর্তি সত ও স্বচ্ছ,। সায়নী ঘোষ ছাড়া আর কেউ রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াননি। ফলে সাধারণ ভোটারদের কাছে তাদের গ্রহণয়োগ্যতাও রয়েছে অনেকটা।আসন্ন লোকসভা ভোটের বৈতরণী পার হতে সেই মহিলা ভোটারদের উপরেই ভরসা রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাই ভোটযুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছেন এক ডজন মহিলা সেনাপতিকে। শতাংশের হিসাবে তৃণমূলের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ২৮.৫৭।

রবিবার ব্রিগেডের জনসভা থেকেই লোকসভা ভোটের জন্য রাজ্যের ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রার্থী তালিকায় দেখা যাচ্ছে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১২। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের তুলনায় সংখ্যাটি কম। পাঁচ বছর আগে ১৭ মহিলা প্রার্থীকে ভোট ময়দানে নামিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে জিতেছিলেন ৯ জন। এবারের প্রার্থী তালিকায় ওই ৯ সাংসদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন ছয় জন। বাদ পড়েছেন মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান ও অপরূপা পোদ্দার।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তারজন্য হওয়া চাই শ্রদ্ধাবান, নিষ্ঠাবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী।সেই কারনে শ্রীমৎ ভাগবত বর্ণিত আছে, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেনিদ্র্য়; । (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৪/৩৯)। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করে থাকেন। শ্রদ্ধা ছাড়া ভক্তি, জ্ঞান, শিক্ষা সবই মিছে।যার জ্ঞান নেই, তার ভক্তি-শ্রদ্ধাও নেই। তাই শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য পারিবারিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

হিন্দু ধর্ম অনুসারে চারটি যুগ- সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ। বর্তমানে চলছে কলিযুগ। এর আগের দ্বাপরযুগ থেকে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বা দোল উৎসব চলে আসছে। বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে ফালগুনী পূর্ণিমায়। আবার, ১৪৮৬ সালের এই পূর্ণিমা তিথিতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন বলে একে গৌর-পূর্ণিমা নামেও অভিহিত করেন বৈষ্ণব বিশ্বাসীরা। তবে এর মূল তাৎপর্য হলো রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের উপাখ্যানে। ফালগুনী পূর্ণিমা তিথির এ দিনে বৃন্দাবনের নন্দন কাননে শ্রীকৃষ্ণ আবির ও গুলাল নিয়ে তার সখী রাধা ও তেত্রিশ হাজার গোপীর সঙ্গে রঙ ছোড়াছুড়ির খেলায় মেতে ছিলেন। এর স্মরণে এ দিন সকালে ভগবানকৃষ্ণ ও রাধার বিগ্রহ আবির ও গুলালে স্নান করিয়ে দোলায় চড়িয়ে কীর্তন গানসহকারে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এরপর কৃষ্ণভক্তরা আবির ও গুলাল নিয়ে পরস্পর রঙ খেলেন। এ সব দিক থেকে দোল উৎসবকে দুইভাবে দেখা যায়- হিন্দুধর্মের পৌরাণিক উপাখ্যান ও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। দোলের আগের দিন খড়, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি জ্বালিয়ে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কেউ কেউ তাতেও মেতে ওঠেন যা হোলিকাদহন বা নেড়াপোড়া নামে পরিচিত। সাধারণ উত্তর ভারতে হোলি উৎসবটি বাংলার দোলযাত্রার পরদিন পালিত হয়। তবে কোনও কোনও বছর হোলি এবং দোল একই দিনে পড়তেও দেখা গিয়েছে সেই কারণেই কোন উৎসব বা সংস্কৃতির সাথে আমরা পরিচিত সেই আদিম কাল থেকেই। এক এক প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাস করে আর সেই অন্যায়ী অনেক আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম কানুন মেনে চলে। কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুধুমাত্র সেই সব ধর্মের অনুসারীরাই পালন করে। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা দেখতে পারে বা ইচ্ছা করলে সেই অনুষ্ঠানের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারে। হোলি উৎসব তার মধ্যে একটি। হোলি উৎসবে সাধারণত রঙ বা আবির(এক ধরনের গুড়ো রং) নিয়ে একে অন্যের গাঁয়ে দিয়ে দেয়া হয়। ব্যপারটা অনেকটা রঙ দিয়ে খেলা আর কি। মানবজীবন তো বসন্ত রং আঙ্গিনায় রেঙ্গে যায়, সারা জীবন বসন্ত এসেছে দুয়ারে আর তারই হাত ধরে এসেছে পলাশের লাল ফুল। অর্থাৎ রঙিনের সমাহার চারিদিকেই। আর তাই রঙের উৎসব দোল পূর্ণিমা বা হোলি গুটিগুটি পায়ে আমাদের আনন্দ দিতে হাজির।এই রঙের উৎসবের সারা ভারত ব্যাপী নামে অনেক ব্যাপকতা। কোথাও এই উৎসব হোলি খেলা আবার কোথাও তা দোল পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।কিন্তু মূল যা আনন্দ তা রঙের। অর্থাৎ রঙে নিজের ও অন্যের মনকে রাঙিয়ে দেওয়া। বাংলার বাঙালিরা এই বসন্ত উৎসবে মেতে ওঠে দীর্ঘকাল। সে কারণে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব নিয়ে শুধু দেশ নয়, বিদেশের মানুষেরও উৎসাহের শেষ নেই। বসন্ত উৎসবে যোগ দেওয়া আর দোলে তীর্থ করা বাঙালির কাছে সমার্থক হয়ে উঠেছে।আর সেই সমার্থক ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে আমি জীবনে অনেক কিছু গবেষণামূলক তথ্য জানতে পারলাম হোলি কেন্দ্রিক। আর সেই তথ্যভিত্তিক ইতিহাস আমি আমার কলমে তুলে ধরছি।হোলি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে" হোলা"শব্দ থেকে।আর এই হোলা কথার অর্থ হল আগাম ফসলের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। আবার অনেকের মতে হোলি শব্দটি সংস্কৃত শব্দ "হোলকা" থেকে এসেছে।যার অর্থ হলো অর্ধপক্ক শস্য।ভারতের কিছু প্রদেশ যেমন পাঞ্জাব ,হরিয়ানা প্রভৃতি জায়গায় অর্ধ পক্ক গম ও ছোলা খাওয়ার রীতিও আছে।তবে হোলি শুরুর এক বিখ্যাত পৌরানিক গল্পও আছে, যা আমরা অনেকেই জানি।গল্পটি হল এরকম।হিরণ্যকশিপু নামের এক দৈত্য রাজা বাস করত পুরাকালে। সে ছিল মহর্ষি কশ্যপ ও তাঁর পত্নী দিতির পুত্র।সে একবার ভগবান ব্রক্ষ্মার কঠোর তপস্যা করেছিল। তার ভক্তি তে খুশি হয়ে ভগবান ব্রক্ষ্মা রাজা হিরণ্যকশিপুকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিল।কিন্ত এই বিশেষ ক্ষমতা পেয়ে পরবর্তী কালে অত্যন্ত অহংকারী হয়ে ওঠে হিরণ্যকশিপু ।ব্রক্ষ্মার বরে হিরণ্যকশিপু দেবতা ও মানব বিজয়ী হয়ে দেবতাদের অবহেলা করতে শুরু করে।এই দৈত্য রাজা তখন তার প্রজাদের বিষ্ণুর এবং অন্যান্য সকল দেবতাদের উপাসনা বন্ধ করে সমগ্র রাজ্যে নিজের উপাসনা করতে বাধ্য করে। হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র ছিল।তার নাম প্রহ্লাদ ,সে ছিল ছোটবেলা থেকেই প্রকৃত বিষ্ণু ভক্ত।সে তার পিতার আদেশে কখনওই বিষ্ণুর উপাসনা ত্যাগ করে পিতার উপাসনা করতে রাজি ছিল না।হিরণ্যকশিপু পুত্রের এইরূপ আচরণে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়েছিল।তাই সে নিজের সন্তানকে মারার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে।হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মেরে ফেলার জন্যে কখনো তার খাবারে বিষ প্রয়োগ করে, আবার কখনো মত্ত হাতীর পায়ের নীচে তার পুত্র প্রহ্লাদ কে ফেলে দেয়।কিন্ত বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদ প্রতিবারই বেঁচে যায়।তাই সে তার পুত্রকে বিষধর সাপেদের সঙ্গেও কারারুদ্ধ করে রাখে, কিন্তু কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয় না। আজ আমরা ইতিহাস ভুলে গেছি, আর সেদিকেই লক্ষ্য করলেই মানুষ জীবনের ক্ষেত্রে আসে আমূল পরিবর্তন।পরিবর্তনের পরিবর্তন কৃষ্টি-কালচার সংস্কৃতির মধ্যে এসেছে নানা কথা নানা ইতিহাস। ইতিহাস কে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায়, দোল বা হোলি আজ বসন্ত উৎসব বাঙালিদের কাছে। স্রষ্টার সৃষ্টিকে অস্বীকার করা যায় না বাংলার সংস্কৃতিতে। দোল পূর্ণিমা আজ বাংলার বসন্ত উৎসব দোস্ত জনজাতির কাছে। প্রতি বছর বাঙালীরা এই দিনটিতে রঙ খেলায় আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব। দোলযাত্রা যেন বসন্তের আহ্বান। এই উৎসবটি যেন জানিয়ে দেয় শীত বিদায় নিয়েছে, এসেছে বসন্তের ছোঁয়া। এই দিনটিতে বাঙালিরা একে অপরকে রঙে রাঙিয়ে দেয়। আর আঙিনায় রেঙে উঠেছিল শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ লীলা তে।তাই মথুরা এবং বৃন্দাবন পবিত্র স্থান যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সারা বছর ধরে এই পবিত্র জায়গায় দেশ বিদেশ থেকে পর্যটক ঘুরতে আসে। কিন্তু এই সময় দোল যাত্রার সময় প্রচুর মানুষ এই পবিত্র স্থানে ঘুরতে আসে। মথুরা ও বৃন্দাবনে হোলি উৎসব বিখ্যাত এই দিন আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করা হয়, সাত দিন ধরে এই সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলে। রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে লীলা খেলার নৃত্য হয়। জাত্রাপালার মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণর লীলা খেলা তুলে ধরা হয় নতুন প্রজন্মের কাছে। রামায়নের চরিত্র এই সময় তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন প্রকারের খাবার, নৃত্য নতুন পোশাক রং মাখা গোটা শহর কিছুটা অন্য রকম। হাসি-খুশিতে কেটে যায় এই সাতদিন। আর এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার জন্য এই দিনে মানুষ ভারতের অন্যান্য শহর থেকে মথুরা এবং বৃন্দাবনে আসে। তেমনইএই দিনটি শান্তিনিকেতনে বিশেষভাবে পালিত হয়। আগে কিন্তু শান্তিনিকেতনে দোল পূর্ণিমায় দোল উৎসব পালন হত না বরং বসন্তকে আহ্বান জানানোর জন্য সঙ্গীত, নৃত্য অনুষ্ঠান, নাট্য অভিনয়কে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘটনা একটু আলাদা ছিল। বসন্ত উৎসবটি পরিব্যপ্ত হয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

প্রিয়াঙ্কা-লারার কথা আজও ভোলোননি ক্যাটরিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডে প্রায় দুই দশক কাটিয়ে ফেললেন ক্যাটরিনা কাইফ। ২০০৩ সালে 'বুম' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন। কেরিয়ারের প্রথম ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে ওম্যানে পেয়ার কিউ কিয়া'র হাত ধরেই রাতারাতি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তিনি। এই ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যাটরিনাকে পথ দেখানোর মতো কেউ ছিল না। তবে শুরুতে বলিউডের দুই নায়িকার নাকি তাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তা স্পষ্ট করেছেন ক্যাটরিনা। বিশেষ করে বলিপাড়ার দুই নায়িকা, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং লারা দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন ক্যাট। ক্যাটরিনা জানিয়েছেন, প্রিয়াঙ্কা এবং লারার কাছ থেকেই নাকি নাচের তালিম নিয়েছেন তিনি।

প্রিয়াঙ্কা এবং লারার নাচের দক্ষতা সুবিদিত। পর্দায় নাচের দৃশ্যে দর্শককে মোহিত করে রাখার ক্ষমতা আছে দুজনেরই। 'আইটেম ডান্স' থেকে ভারতীয় নৃত্যশৈলী, সবখানেই পারদর্শী দু'জনে। ক্যাটরিনা জানিয়েছেন, বলিউডে তার দুই অগ্রজ প্রিয়াঙ্কা আর লারার কাছ থেকে কত্থকের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ক্যাটরিনাকে হাতে ধরে নাচ শিখিয়েছেন দুজনে।

ফেলে আসা দিনের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে ক্যাটরিনা বলেন, 'বলিউড সিনেমায় কাজ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। হিন্দি শিখতে শুরু করি। সেই সময় কত্থকের ক্লাসেও ভর্তি হই। প্রিয়াঙ্কা ছিল সেই ক্লাসের 'স্টার'। প্রিয়াঙ্কা সবচেয়ে ভাল নাচ করত। তাই আমিও তার কাছ থেকেই শিখে নিতাম।'

এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন রচনা ব্যানার্জি, যে দল থেকে লড়বেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এবার ভোটের লড়াইয়ে নামছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি। কয়েক মাস পর হতে যাওয়া ভারতের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট নিয়ে ভোটে অংশ নেবেন তিনি বলে জানিয়েছে। গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হবেন অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি বা তমলুক থেকে প্রার্থী হতে পারেন তিনি। আপাতত অপেক্ষা তুরুপের তাস বাইরে আসার। আগেরবারের লোকসভা ভোটের চমক ছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, নুসরাত জাহান; এবারের সংযোজন রচনা ব্যানার্জি।

কয়েক দিন আগে রচনা ব্যানার্জি সঞ্চালিত 'দিদি নাম্বার ১' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তার আগে নবান্ন উৎসবে হাজির হয়েছিলেন রচনা। ওই সময় থেকে গুঞ্জন চাউর উড়ছে, তৃণমূলের রাজনীতিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন রচনা। তবে এ বিষয়ে এখনো দল কিংবা রচনা কোনো ঘোষণা দেননি।

স্ত্রীর 'বিচ্ছেদ' হুমকি নিয়ে যা বললেন ইমরান হাশমি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের 'সিরিয়াল কিসার' ইমরান হাশমি। ২০০৬ সাল থেকে পারভিন সাহানির সঙ্গে সুখী দাম্পত্য উপভোগ করছেন। তাদের সংসারে এক পুত্র সন্তান রয়েছে। প্রায় ১৭ বছরের দাম্পত্য জীবন তাদের। বিতর্ক হলেও এতগুলো বছর সুখেই সংসার করছিলেন তারা। কিন্তু হঠাৎই ইমরান জানালেন স্ত্রী নাকি হুমকি দিচেছন বিবাহ বিচ্ছেদের।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান, তার স্ত্রী নাকি প্রায় দিনই বিয়ে ভাঙার হুমকি দেন। কারণটাও নিজেই জানিয়েছেন। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইমরান হাশমি বলেন, 'আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। সে ক্রমাগত হুমকি দিলেও এখনো যায়নি।'

মূলত অভিনেতার খাদ্যাভাসের কারণেই এই হুমকি দেন স্ত্রী। ইমরান জানান, আমি গত দুই বছর ধরে যে ডায়েট অনুসরণ করি, আমি যা খাই- সে তা পছন্দ করে না। আমার সালাদে রয়েছে অ্যাভোকাডা, লেটুস পাতা ইত্যাদি। কিমা এবং মিষ্টি আলু আমার দুপুর ও রাতের খাবার।'

ইমরানের কথায়, ;আসলে পুরো পরিবার থেকে আমার খাদ্যাভাস একেবারে আলাদা। কারণ, আমি শরীর স্বাস্থ্যের জন্যে দু'বছরে একবার খাদ্যাভাসের বদল করি। সেই দু'বছর আমার মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের কোনও নড়চড় হয়নি। সেটা ওর জন্য বিরক্তির বিষয়।'

কৌশানীকে কবে বিয়ে করছেন, জানালেন বনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টলিউডে যখন বিয়ের মৌসুম, গুঞ্জন উঠেছে লোকসভা ভোটের পরই চার হাত এক হচ্ছে বনি সেনগুপ্ত ও কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের। চলতি বছরের নভেম্বর মাসেই হতে যাচ্ছে শুভদৃষ্টি। কিন্তু বনি কী বলছেন? স্থানীয় গণমাধ্যমে অভিনেতা জানান, এখনই এমন কিছু ঘটছে না। তিনি ও কৌশানী এখন কাজে ব্যস্ত। হাতের কাজগুলো একটু কমে এলে ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।

বনি বলেন, '২০২৫ সালের আগে কোনোভাবেই নয়। আর সেই আয়োজন অবশ্যই গ্র্যান্ড হবে। উৎসব বলা যেতে পারে।' এ-ও জানালেন, মেহেদি-গানের আয়োজন সমস্ত কিছুতে একেবারে ফিল্মি স্টাইলেই বিয়ে সারতে চান তিনি। ২০১৫ সালে মুক্তি পায় রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'পারব না আমি ছাড়তে তোকে'। সেই সিনেমাতে জুটি বাঁধেন বনি ও কৌশানি। রুপালি পর্দার প্রেম অবশেষে বাস্তবেও পরিণত হয়। প্রেম নিয়ে কখনও লুকোছাপা করেননি এই তারকা যুগল।

আম্বানি পরিবার থেকে যেসব উপহার পেয়েছেন তারকারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মাইক্রোসফেটর মালিক বিল গেটস থেকে শুরু করে ফেসবুকের নির্মাতা মার্ক জুকারবার্গুঅম্বানী পরিবারের ছোট ছেলে অনন্ত অম্বানী এবং রাধিকা মার্চেন্টের প্রাক বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন গোটা বিশ্বের বিখ্যাত এবং ধনী মানুষেরা। বিয়ের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে এসে গান গেয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকান পপ গায়িকা রিহানা। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন ভারতীয় সঙ্গীত তারকা অরিজিৎ সিং, শ্রেয়া ঘোষাল। ডুয়েট গেয়েছেন তারা। আমির খান থেকে শুরু করে শাহরুখ খান, সামলান খান, অক্ষয় কুমাররা পারফর্ম করেছেন নিজ-নিজ ছবির গানের সঙ্গে। আম্বানিদের এই বিয়ের অনুষ্ঠানে তিন খানসহ দেশি-বিদেশি তারকাদের পারফর্ম করতে দেখা গেছে। এজন্য অবশ্য বেশ মোটা অংকের টাকাও গুণতে হয়েছে রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানিকে।

এসব অনুষ্ঠানের পারর্ফম্যান্সের পারিশ্রমিক ছাড়াও তারকাদের আরো বাড়তি উপহারও দিয়ে থাকে আম্বানি পরিবার। এর আগেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঙ্গনের তারকাদের বহুমূল্যবান অলঙ্কার, ঘড়ি, গাড়িসহ নানা উপহার দিয়েছে আম্বানি পরিবার। এছাড়া তারকা সন্তানদেরও বিভিন্ন সময় উপহার দিয়েছে অত্যন্ত বিখ্যাত ও ধনাঢ্য এই পরিবার। এমনকি বলিউড বাদশা' খ্যাত অমিতাভ বচ্চনের দুঃসময়ে তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল পরিবারটি।

২০১৮ সালে ভারতের গোয়াতে আকাশ আম্বানি ও শ্লোকা মেহতার বাগদান সম্পন্ন হয়। সেখানে অন্যান্য তারকাদের মতো উপস্থিত ছিলেন কিং খান শাহরুখও। এই অনুষ্ঠানে প্রবেশের আগে কিং খানের আঙুলে কোনো আংটি দেখা যায়নি তবে বের হবার সময় সর্বকনিষ্ঠ আঙুলে দেলা মিলে বড় এক হীরার আঙটি। গণমাধ্যমে এসআরকে'র এই আংটি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের মতে, আম্বানি পরিবারের এক পারিবারিক বন্ধু শাহরুখ খানকে উপহার দিয়েছিল এই আংটি।

কিং খানের সঙ্গে ভালোই সম্পর্ক আম্বানি পরিবারের। নিজের ৫৮ তম জন্মদিনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন আম্বানি পরিবারের সদস্যদের। সেই জন্মদিনে নিতা আম্বানি একটি স্বর্ণের টিসোট ঘড়ি উপহার দেন। ধারণা করা হয় ঘড়িটির মূল্য প্রায় ১০ কোটি রুপি। ২০২৩ সালের জুনের ২০ তারিখে টলিউড দম্পতি রাম চরণ ও উপাসনার সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানাতে আয়োজনের কোনো কমতি রাখেননি রাম-উপাসনা।

যেমন তাদের আয়োজন তেমন উপহারও পেয়েছেন তারকাদের থেকে। কন্যা সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠানে পাওয়া সেসব উপহারের মাঝে আম্বানি পরিবারের দেয়া উপহার সবার দৃষ্টিকারে। কেননা, কন্যা সন্তানের জন্য তারা দেয় একটি স্বর্ণের দোলনা। বাণিজ্য ভিত্তিক ভারতীয় গণমাধ্যম বিজনেস টুডে'র মতো অন্যান্য গণমাধ্যমের তথ্যমতে, স্বর্ণের এই দোলনার মূল্য এক কোটি রুপি।

বেশ আগে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের চার দশকপূর্তী উদযাপনের অনুষ্ঠানে অমিতাভ বচ্চন জানিয়েছিলেন, ১৯৯০ এর দশকে 'বিগ বি' অমিতাভ বচ্চন পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যান, শূন্য হয়ে পড়ে তার ব্যক্তিগত ব্যাংক ব্যালেন্স। এমন সময় রিলায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা ধীরুবাই আম্বানি তার ছোট ছেলে অনীল আম্বানির মাধ্যমে বলিউড শেহেনশাহকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য বলেন। ভারতীয় গণমাধ্যম 'ডিএনএ'র প্রতিবেদনে সেই বক্তব্যের একটি অংশ উদ্ধৃতি করে, যেখানে ধীরুবাই আম্বানি বলেন, 'ওর বাজে সময় যাচ্ছে। তাকে কিছু অর্থ দিয়ে সহায়তা করো।'

অমিতাভ বচ্চন আর্থিক সহায়তা নেননি তবে দুঃসময়ে এমন এগিয়ে আশার জন্য আম্বানি পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। বলিউডের অন্যান্য তারকাদেরও বিভিন্ন সময়ে উপহার দিয়েছেন আম্বানি পরিবার। এরমধ্যে দীপিকা পাড়ুকোনের জন্য হীরার আংটি ও প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবীর জন্য বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নিতা আম্বানির 'ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ' এর দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ক্রিকেটারদের তাদের পারফর্ম্যান্সের জন্য বিভিন্ন সময়ে উপহার দিয়েছেন। এরমধ্যে ক্যারিবীয় ক্রিকেটার কায়রোন পোলার্ডকে দিয়েছেন স্বর্ণের চেইন, নিকোলাস পুরাণ ও হারদিক পান্ডিয়াকে ঘড়ি।

এবারই শেষবারের মতো
আইপিএল খেলবেন কার্তিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএল ক্যারিয়ারের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছেন দিনেশ কার্তিক। চলতি মাসের ২২ তারিখে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলের আসরটিই হবে তার ক্যারিয়ারের শেষ আইপিএল। এই আসরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলবেন কার্তিক।

ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেও বিদায় নেওয়ার ঘোষণাটাও খুব শিগগির দিয়ে দেবেন ৩৯ বছর বয়সী ভারতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার কার্তিক।

২০০৮ সালে আইপিএলের যাত্রা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৬ আসরের প্রত্যেকটিতেই খেলেছেন কার্তিক। এসব আসরে কেবল দুটি ম্যাচ মিস করেছেন তিনি। এর মধ্যে উদ্বোধনী আসরে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে একটি, আর সর্বশেষ ২০২৩ সালের আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে একটি ম্যাচে খেলেননি তিনি।

কার্তিকের মতো আর ৬ ভারতীয় ক্রিকেটার আছেন, যারা এখন পর্যন্ত আইপিএলের একটি আসরও মিস করেননি। এই ৬ ক্রিকেটার হলেন- মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, ঋদ্ধিমান সাহা ও মনিশ পাণ্ডে।

১৬ বছরের আইপিএলের ক্যারিয়ারে ৬ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন কার্তিক। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো হলো- দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস), কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব (বর্তমানে পাঞ্জাব কিংস), মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, গুজরাট লায়নস, কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

এসব দলের হয়ে ২৪০ ম্যাচ খেলছেন কার্তিক। প্রায় ২৬ গড়ে ২০ হাফসেঞ্চুরিতে রান করেছেন ৪ হাজার ৫১৬। তবে গত আসরটি ভালো যায়নি কার্তিকের। ১১ এর একটু বেশি গড়ে রান করেছেন ১৪০।

আগামী ২৩ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। এই ম্যাচ দিয়েই আইপিএল ২০২৪ আসর শুরু করবেন কার্তিক।

স্বস্তির জয়ে পরের পর্বে বায়ার্ন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লাৎজিওর বিপক্ষে ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখ ফেবারিট থাকলেও চাপ ছিল পাহাড়সম। সেই চাপ অবশ্য সামাল দিয়েছে তারা। হ্যারি কেইনের জোড়া গোলের সুবাদে প্রথম লেগে পিছিয়ে থেকেও কোয়ার্টারে গিয়েছে বায়ার্ন।

খেলা অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় হলেও বায়ার্ন মিউনিখ যে খুব একটা ছন্দে ছিল তেমন বলার জো নেই। ম্যাচের প্রথম আধঘণ্টাউ স্বভাবসুলভ আধিপত্য ছিল বটে। তবে সেটা গোল পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। জামাল মুসিয়ালা, হ্যারি কেইন কিংবা থমাস মুলাররা বারবারই আটকে গিয়েছেন ইতালিয়ান রক্ষণ দূর্গের সামনে। আগের দেখায় লাৎজিওর গোলমুখে কোন শটই নিতে পারেনি বায়ার্ন। ব্যর্থ ছিলেন হ্যারি কেইন নিজেও। এই ম্যাচেও শুরুর আধঘণ্টা ছিলেন নিষ্প্রভ। সেটা কেটে গিয়েছে ম্যাচের ৩৮তম মিনিটে। অনেকটা বুদ্ধির জোর আর প্রেজেন্স অব মাইন্ডে গোল পায় বাভারিয়ানরা। মুলারের হেডে বাড়ানো বল রাফায়েল গেরেইরো নিয়ন্ত্রণে নিতে না পারলে পেয়ে যান কেইন। মাথা অনেকটা বাড়িয়ে প্রায় নাগালের বাইরে থাকা বল জালে জড়ান ইংলিশ অধিনায়ক। বিরতির আগে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় বায়ার্ন মিউনিখ। মাথিয়াস ডি লিটের দুর্দান্ত ভলি জালের পথে থাকলেও সামনে থাকা মুলার গোল নিশ্চিত করেন। মূলত, এই গোলের পরই নিজেদের ছন্দ ফিরে পায় বায়ার্ন। দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকে তারা। অবশ্য গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০ মিনিটের বেশি। ৬৬ মিনিটে লেরয় সানের শট লাৎজিও গোলকিপার প্রতিহত করলেও তা পেয়ে যান কেইন সহজেই বল জালে পাঠান। পুরো ম্যাচেই বজায় ছিল এই আধিপত্য। লাৎজিও নিতে পারেনি কোন শট। প্রথম লেগে এগিয়ে থেকেও তাই ইতালিয়ান ক্লাবটি নিয়েছে বিদায়।

'ঘরে ফিরলাম', হার্দিকের মন্তব্যে
ক্ষুব্ধ মুম্বাইয়ের সমর্থকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিক পাণ্ডিয়ার হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পর থেকেই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলের মধ্যেই ক্ষোভ জমতে শুরু হয়। চটে যায় সমর্থকরাও। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু করবে মুম্বই। তার আগে ফ্যানদের রুদ্ধশ্বাস মৌসুম উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলের নতুন অধিনায়ক। হার্দিক জানান, মুম্বাইয়ে ফিরতে পেরে তার ঘরে ফেরার অনুভূতি হচ্ছে। একইসঙ্গে ফ্যানদের সমর্থন চাইলেন।

হার্দিক বলেন, "মুম্বাই ইন্ডিয়াঙ্গে ফেরা মানে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে আসা। ফ্যানদের ভালবাসা এবং সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এটা আমার কাছে আশীর্বাদ, যা কথায় বোঝানো যাবে না। ছোটবেলায় বরোদা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেখান থেকে মুম্বাইয়ে এসে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ক্রিকেটার হিসেবে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। এই শহরের ভালবাসা এবং শিক্ষা আমার কাছে অমূল্য।" তিনি আরও বলেন, "আজ আমি যেখানে আছি, মুম্বাই আমাকে সেই জায়গায় যেতে সাহায্য করেছে। সবসময় উন্নতি করার চ্যালেঞ্জ থাকে মুম্বাইয়ে। এবার দুই বছর পর আমি ঘরে ফিরেছি। ফ্যানদের থেকে সমর্থন চাইব। সমর্থকদের উপভোগ্য মৌসুম উপহার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করছি। এই যাত্রা আমরা সবাই উপভোগ করব।" সমর্থকরা অবশ্য হার্দিকের এই বক্তব্য হজম করতে পারছে না। বিশেষ করে রোহিত শর্মার ফ্যানরা। হার্দিকের প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচ মুম্বইয়ের। আহমেদাবাদেই ক্ষোভের মুখে পড়তে হতে পারে মুম্বাই ইন্ডিয়াঙ্গের নতুন অধিনায়ককে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
৬-২ ব্যবধানে সেরা আটে ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজেদের মাঠেও ম্যানচেস্টার সিটির কাছে পাত্তা পেল না কোপেনহেগেন। এবার সিটির মাঠেও এসেও উড়ে গেলো ডেনমার্কের ক্লাবটি। প্রথম লেগে সিটির কাছে ৩-১ ব্যবধানে হেরেছিল কোপেনহেগেন। ফিরতি লেগে ইতিহাদে এসেও সেই ৩-১ গোলেই হার হজম করলো তারা।

ফলে ৬-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে সিটি।

বুধবার রাতের দারুণ এই জয়ে চলতি মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা ১০ ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেলো ম্যানসিটি।

এদিন চার গোলের সবগুলোই হয়েছে ম্যাচের প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো গোলই হয়নি।

ম্যাচের শুরুর দিকেই দুই গোল দিয়ে ফেলে ম্যানসিটি। ৫ মিনিটে গোল করে সিটিকে প্রথম লিড এনে দেন ম্যানুয়েল অ্যাকাঞ্জি। এর ৪ মিনিট গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকা হুলিয়ান আলভারেজ।

প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে ম্যাচের শেষ গোলটি করেন সিটির ফরোয়ার্ড আরলিং হালান্ড। মাঝখানে ২৯ মিনিটে নিজেদের একমাত্র গোলটি করে কোপেনহেগেন। ফলে ৩-১ গোলের জয়ে শেষ আটে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে ম্যানসিটি।

এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কেভিন ডি ব্রুইনা ও ফিল ফোডেনকে। কারণ, আগামী রোববার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে উঠার লড়াইয়ে লিভারপুলের মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি। গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্যাচে ভালো পারফর্ম বের করে আনার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করেছেন ম্যানসিটির কোচ পেপ গার্দিওলা।

ম্যাচ শেষে গার্দিওলা বলেন, ;আজ, আমার শক্তি দরকার, সহজ লেগ। আমি জানি, আজ আমার কিছু খেলোয়াড় কতটা ক্লান্ত, অবসন্ন। আমরা রোববার খেলবো। তাই আমার সতেজ লেগ দরকার।' তিনি আরও বলেন, 'শিরোপার অংশ হতে হলে আমাদের সবাইকে প্রয়োজন। আরও এক মৌসুমের জন্য আমরা ইউরোপের সেরা আট দলে রয়েছি। আমি অবিশ্বাস্যভাবে খুশি যে, আমরা এখনও সব প্রতিযোগিতায় টিকে আছি।'

ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে;
দাবি রস টেলরের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিউই পেসার নিল ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করানো হয়েছে বলে মনে করেন রস টেলর। সাবেক এই অধিনায়কের মতে দ্বিতীয় টেস্টের দলে ওয়াগনারের সুযোগ না পাওয়াটা অস্বাভাবিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে উইকেট নেওয়ার পর কাউকে উদ্দেশ্য করে ওচুপ করাব্ধ ইঙ্গিত করেছিলেন ওয়াগনার। একটি উইকেটের পর দলের উদযাপনে কাউকে মাঝের আঙুলও দেখিয়েছিলেন। ওয়াগনারের এমন অবসর নেওয়ার সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক আছে কি না, ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট নামের এক পডকাস্টে টেলরকে এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল।

জবাবে টেলর বলেছেন, 'আমার মনে হয় এখন এগুলো একটু বোঝা যাচ্ছে। লুকিয়ে লাভ নেই, আমার মনে হয় এটা বাধ্যতামূলক অবসর। যদি ওয়াগনারের সংবাদ সম্মেলনের কথা শোনেন্সে অবসর নিচেছ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পরই। মানে সে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল।'

এদিকে পেসার উইল ও'রুর্ক চোটে পড়ায় ওয়াগনারের ফেরার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে ডাকা হয়েছে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা বেন সিয়ার্সকে। সেটি নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন টেলর। তিনি বলেন, 'তাকে দলে না নেওয়া্ আমি জানি আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা লাগবে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এমন বাঁচা-মরার একটি টেস্টে আমি নিল ওয়াগনারের বাইরে খুব বেশি কিছু ভাবতাম না। আমি নিশ্চিত সে দলে নেই বলে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটাররা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে।'

আবার ডার্বির রং সবুজ মেরুন

ইস্টবেঙ্গল ১ (সাউল ক্রেসপো ৫৩')

মোহনবাগান ৩ (কামিন্স ২৭', লিস্টন ৩৭', দিমিত্রি ৪৫+৩)

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাত সাড়ে আটটায় বড়ম্যাচ! ইস্ট-মোহন ডার্বিতে আদৌ মাঠ ভরবে তো? শুধুই তো আর শহর নয়, জেলা থেকেও আবেগের মহোৎসবে শামিল হতে আসেন হাজার হাজার মানুষ। উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান থেকে মানুষরা রবি সন্ধ্যায় এলেন, তবে একেবারেই ভরল না। তবে বেজায় মন ভরল সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

এই ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের না মোহনবাগানের হোম ম্যাচ, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় ছিল! এদিন গ্যালারির দিকে তাকিয়ে, বাগান সমর্থকদের আধিক্য দেখে, চোখে এমন ঝিলিমিলিই লেগেছিল। আর ঠিক এই ঝিলিমিলিই পুরো ম্যাচ জুড়ে ধরে রাখলেন হাবাসের শিষ্যরা। যুবভারতীতে নিভে গেল কুয়াদ্রাতের মশালবাহিনী।

খেলার প্রথম মিনিট পনেরো দেখে মনে হয়েছিল যে, যুযুধান দুই দলের 'প্রেস্টিজ ফাইট'! কিন্তু তারপর মোহনবাগান প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে শুরু করে দেয়। লাল-হলুদ রং ধুয়ে যায় ধীরে ধীরে। ১২ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ক্যাপ্টেন ক্লেটন, আক্রমণে উঠেছিলেন। ক্লেটনকে রুখে দেওয়ার জন্য মোহনবাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথ লাইন ছেড়ে এগিয়ে এসে বলে পাঞ্চ করতে গিয়েছিলেন। ক্লেটন-বিশালের সংঘর্ষে দুই ফুটবলারই ছিটকে পড়েন। বক্সের ভিতর বিশাল ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। ক্লেটন শট নিতে যাওয়ার আগেই লাল-হলুদ সমর্থকরা সেলিব্রেট করতে শুরু করে দেন। কিন্তু তাঁদের থামিয়ে দেন কাইথ। ক্লেটনের দুর্বল শট ঝাঁপিয়ে বাঁচিয়ে দেন বিশাল। এখান থেকেই ইস্টবেঙ্গলের খেলা থেকে হারিয়ে যাওয়ার শুরু। মোহনবাগান এরপর সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ইস্টবেঙ্গল নামের কোনও দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না মাঠে। বিরতির ঠিক আগে তিন গোল দিয়ে মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধের আগেই ডার্বির রং সবুজ-মেরুন করে ফেলে। ২৭ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। দিমিত্রি পেত্রাতোস বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শট নিয়েছিলেনন। লাল-হলুদের গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল সেটি সেভ করে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু রিবাউন্ড বল পেয়ে সুযোগসন্ধানী জেসন কামিন্স ১-০ করে ফেলেন স্কোরলাইন। প্রথম গোলের ১০ মিনিটের মধ্যে ফের গোল পেয়ে যায় মোহনবাগান। গোলের জন্য প্রথম থেকে ছটফট করা দিমির অদৃশ্য বায়োডেটায় লেখা আছে। দিমিত্রি আবার গোল লক্ষ্য করে আগেরবারের মতোই শট নেন। এবারও সেই রিবাউন্ড! পোস্টে লেগে বল পেয়ে যান লিস্টন কোলাসো। লিস্টন আলতো স্পর্শে জালে জড়িয়ে দেন তিনি। দুই গোলের ক্ষেত্রেই দায়ী একমাত্র ইস্টবেঙ্গলের 'অসাধারণ রক্ষণ'! হিজাজি-নিশু-প্যান্টিচরা যেন ঘুমিয়েই পড়েছিলেন! মোহনবাগানের আক্রমন রুখে দেওয়ার কষ্টটা তাঁরা করলেন না। এরপর বিরতির আগে যোগ করা তিন মিনিটের ইনজুরি টাইমেও মোহনবাগান নিজেদের উদযাপনেই ব্যস্ত রাখল। প্রথম দুই গোলের কারিগর দিমি এবার গোল পেলেন অবশেষে। বক্সের ভিতরে, নন্দকুমার ফাউল করায় মোহনবাগান পেনাল্টি পেয়েছিল। এই গোল পা ছাড়ার কথাও ছিল না দিমির।

প্রথমার্ধে তিন গোল হজম করা লাল-হলুদের প্রতিশোধের মশাল জ্বলে ওঠে। এটাই স্বাভাবিক ছিল যদিও। ঘুম থেকে জেগে ওঠেন তাঁরা। লাল-হলুদ গ্যালারিকে সেলিব্রেশনে মাতিয়ে দেন সাউল ক্রেসপো। গোলের কারিগর অবশ্যই ক্লেটন। বক্সের ভিতর অনবদ্য ভাসানো ক্রস বাড়ান তিনি। ক্রেসপো ছুটে এসে বুকে ট্যাপ করেই পায়ে নামিয়ে, দেখার মতো গোল করেন। বিশালের কিছু করারই ছিল না কার্যত। তবে ওই এক গোলই ইস্টবেঙ্গলের সান্ত্বনা পুরস্কার। আর তারা কোনও গোলই করতে পারেনি। তবে ম্যাচের ৯৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি পেতেই পারত। তবে গোল করেও কোনও লাভ হত না। যা হওয়ার বহু আগেই হয়ে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক ভালো খেলল। তবে এটা ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরাও মেনে নেবেন যে তাদের প্রতিপক্ষ দল ধারে ও ভরে বহু মাইল এগিয়ে। আইএসএলে আজও লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব গঙ্গাপাড়ের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবকে হারাতে পারল না।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR